দৈনিক সংবাদ

053

তারিখ 24 OCT 1988 পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

টিভি'র শিক্ষাঙ্গনের মাধ্যমে ভুল শিক্ষাদান

গত ১২-৯-৮৮ তারিখ সোমবার বিটিভি'র 'শিক্ষাঙ্গন' অনুষ্ঠানে বাক্য সংকোচন পড়ানো হয়। এতে নূপুরের ধ্বনিকে নিক্কন বলা হয়েছিল। কিন্তু অভিধান দেখে বুঝলাম উত্তরটি ভুল। 'নিক্কন' হল বীণার ঝংকার। আর নূপুরের ধ্বনি হল 'রুনুঝুনু'।

এব্যাপারে টি,ভি অনুষ্ঠান পরিচালকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভবিষ্যতে যেন অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে শিক্ষাঙ্গন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষাঙ্গনে যেসব শিক্ষক পড়াতে আসবেন তাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। আশা করি এ ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট হবেন।

প্রণব দেবনাথ,
ঢাকা কলেজ, দ্বাদশ বর্ষ,
অরবিন্দু দেবনাথ
ঢাকা সিটি কলেজ, বিকম।

ডিগ্রিধারী প্রাথমিক শিক্ষকদের অর্থ ফেরত দানের আদেশ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৭-১-৮৮ইং তারিখের স্মারক নং এম, এফ (আই, এম, পি)-২(২)ইউ/জি-১০/৮৩ অংশ-২/৭৮ পত্রে ১-৭-৭৭ এর পূর্বের প্রশিক্ষণবিহীন গ্রাজুয়েট শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দেয় অতিরিক্ত সুবিধাদি ফেরত দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমাদের মতে উক্ত নির্দেশ অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। কারণ শিক্ষা বিভাগের মেমোরেণ্ডাম নং-শা-৪।৭৫৬ (২০০) শিক্ষা তাং ২৯-৬-৭০-এর প্যারা-৩ মোতাবেক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, ১৩-১১-৮৩ ইং তারিখের স্মারক নং শা-১০।৫ পি-১৬।৭৮ পত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বিহীন গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ৩০-৬-৭৭ পর্যন্ত ১৩৫-২২৫ টাকা স্কেলের ৪টি আগাম ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন।

আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পাকিস্তান আমল থেকে শিক্ষকগণ যে সুবিধা পেয়ে আসছেন তা ১-৭-৭৭ তারিখ থেকে ৫০% হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষকদের ২টি মহাসম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় আই, এ ও বি, এ পাশ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ২টি ও ৩টি আগাম ইনক্রিমেন্ট দেয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণার কিছু দিনের মধ্যেই তা চালু করার পরিবর্তে পূর্বের প্রচলিত ইক্রিমেন্টসমূহ (জুন '৮৫ থেকে) বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বর্তমানে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশে পূর্বের গৃহীত সমুদয় টাকা ফেরত দেয়ার জন্য পত্র জারি করা হয়েছে। এতে এই স্তরের উচ্চ শিক্ষিত প্রায় বিশ হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত নির্দেশ কার্যকর করা হলে এই স্তরে শিক্ষাদানে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আগ্রহ ও উদ্যমকে বিনষ্ট করবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

তাই আমরা উক্ত বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক/
শিক্ষিকাদের পক্ষে--মুহা:
আবদুল আউয়াল প্রধান
শিক্ষক, দিলকুশা সরকারী
প্রাথমিক বিদ্যালয়,
আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

মাদ্রাসায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রভাষকদের সরকারী অনুদান

আমি মুক্তাগাছা আব্বাছিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় গত ১০/৩/৮৭ তারিখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসাবে নিয়োগপত্র পাইয়া দীর্ঘ ১৮ মাস যাবৎ শিক্ষাদান কার্য চালাইয়া যাইতেছি। কিন্তু এ অবধি সরকারী বেতন স্কেলের অনুদান হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা স্মারক নং কর্মন ৪৯৯৩৭।৫০০০।আর-৭১ তাং ১৪-৯-৮৬ ইং-এর মূলে ১৭ নং কলাম অনুযায়ী প্রত্যেকটি সিনিয়ার মাদ্রাসায় আলেম ও ফাজেল ক্লাসে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, অর্থনীতি ও ডিগ্রীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতির জন্য প্রভাষক নিয়োগ করিতে বলা হয়। কিন্তু এ অবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঐ পদদ্বয়ের অনুমোদন না দেওয়ায় প্রভাষকদের দারুন অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে।

অতএব, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, অবিলম্বে শত শত প্রভাষকের বেতন স্কেলের অনুমোদন প্রদান করিয়া চরম অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্ভোগ লাঘব করিতে মর্জি হয়।

এস, ওয়াই আল-হারুন,
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
আব্বাছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা,
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।